**শ্বেত শুভ্র শিউলিকে যেমন করে দেখেছি!**

না আমি যে শিউলির কথা বলছি সে শিশির সিক্ত শরতের শিউলি বা শেফালী ফুল নয়। আমার দেখা শিউলি একজন দম্পতির কনে, একজন প্রকৌশলীর জায়া এবং দুজন প্রতিষ্ঠিত পুত্রের জননী। শরতের শুভ্রতায় জন্মেছিল বলে বাবা মা ওর নাম রেখেছিলেন শিউলি । ফুল মোহনীয়, মনোমুগ্ধকর আর শ্বেত শুভ্র সবই সাদা রঙের প্রতিরূপ। সাদা সর্বদাই পবিত্র এবং নির্মলতার প্রতীক। আমি যে শিউলির কথা বলছি সে আমার দেখা একজন সাদা মনের মানুষ তাই ওর নামের আগে আমি দুটি বিশেষ বিশেষণ যোগ করে ওর শুভ্রতাকে বেগবান করতে চাইছি মাত্র।

শিউলি’র পুরা নাম দিলরুবা বেগম ওরফে শিউলী। আমাদের কাছে সে দিলরুবা শিউলি নামে পরিচিত। “দিলরুবা শিউলি’র” আভিধানিক অর্থ প্রিয় শেফালী ফুল। বাবা মার দেয়া ওর নামটি একেবারেই স্বার্থক বলে অন্তত: আমার কাছে মনে হয়েছে।

দিলরুবা শিউলি আমার খুব ভাল বন্ধু এবং সেই বন্ধুত্বের শুরুটা ছিল ১৯৮১ সালের আগস্ট মাস থেকে। আমরা দুজনেই ময়মনসিংহস্থ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের ছাত্র ছিলাম। একই দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলাম একই অনুষদের একই সেকশনে। একজন ভাল বন্ধু হিসেবে শিউলির সাথে যতটা সখ্যতা থাকার কথা ছিল ছাত্র জীবনে ঠিক ততটাই ছিল, সেটার এতটুকু ব্যর্ত্যয় হয়নি কখনো । ওর বাবার মায়ের স্থায়ী বসবাস ময়মনসিংহ শহরের কাঁচিঝুলি এলকার ২/১ গোলাপজান রোডে। শহর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে করে এসে শিউলি আমাদের সাথে ক্লাস করত।

নম্র ভদ্র বিনয়ী স্বভাবের দীর্ঘাঙ্গী অবয়বের হালকা পাতলা গড়নের সাধারণ মেয়েটি তার স্বীয় পরিশীলিত আচরণের জন্যে আমাদের সবার কাছে অসাধারণ হয়ে উঠেছিল; সমালোচনা কোন স্পর্শ যেন তাকে ছুঁতে না পারে সেজন্যে নীহারিকার মতই সে নিজেকে আগলে রাখত। এই ছিল আমাদের বন্ধু শিউলি।

হালে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধেকের বেশী শিক্ষার্থী নারী হলেও আমাদের সময়ে সে চিত্র ছিল একেবারেই ভিন্ন। আমাদের ফ্যাকাল্টিতে ৩৫০জন শিক্ষার্থীর মধ্যে নারী শিক্ষার্থী ছিল মাত্র ১৪ জন, ফলে ভবের হাটে তাঁদের চাহিদা ছিল অনেক বেশী। এতসব ব্যাপক চাহিদার মাঝেও আমাদের বান্ধবী শিউলিকে কেউ কখনো ভবের হাটে বিচরণ করতে দেখেনি। আমাদের অনেক সিনিয়র জুনিয়র বন্ধু তাকে আরো কাছের মানুষ হিসেবে পেতে চাইলেও সেক্ষেত্রে শিউলীর দৃঢ় মনোবল আর ইচ্ছে শক্তি তাকে তার নীতি নৈতিকতা থেকে এতটুকু টলাতে পারিনি।

বন্ধু শিউলি যথারীতি গ্রাজুয়েশন শেষ করে মাস্টার্স পরিক্ষার অব্যবহিত আগে, পারিবারিক মধ্যস্থতায় জনৈক সরকারী চাকুরে পদস্থ প্রকৌশলী কর্মকর্তাকে বিয়ে করে ঘর সংসার শুরু করে, সেটাও আবার এই অক্টোবর মাসেই। সাদামনের মানুষ পতি ও তার দুই পুত্রকে নিয়ে পরম পরিতৃপ্তিতে পরবাসী হয়ে পরিচ্ছন্ন সংসার করে যাচ্ছে শিউলি সুদুর আমেরিকাতে।

সেই ১৯৮৯ সালে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন শিউলিকে ২৬ বছর পরে আবিষ্কার করলাম, গেল ২০১৫ সালে, সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ফেসবুকের বদৌলতে। ওর সাথে এখন আমার নিয়মিত যোগাযোগ হয় ফেসবুকে, কথা হয় ভার্চুয়াল জগতের এ্যাপস নির্ভর অনলাইনে, কথা হয় আমার স্ত্রীর সাথেও । ইতোমধ্যে সে হয়ে উঠেছে আমার স্ত্রীরও বান্ধবী। আবার তার পারিবারিক জগতে রয়েছে আমার একটা বিশেষ বায়বীয় পরিচিতি। ছেলে মেয়ের নিষ্কুলষ বন্ধুত্ব নিয়ে এই সমাজের তথাকথিত উষ্মা ও উন্নাসিকতার বাতারণ ছিন্ন করে আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি যে, বন্ধু সে বন্ধুই, তাতে সে ছেলে বা মেয়ে যেই হোক না কেন।

যতটা জেনেছি তাতে করে যেমনটি শিউলিকে নিয়ে আমাদের এবং ওর নিজস্ব প্রত্যাশা ছিল ভবিষ্যৎ সংসারের স্বপ্ন নিয়ে, শিউলি ঠিক তেমনটি আছে বলেই মনে হয়। হাসি খুশী সেই উচ্ছ্বল প্রাণবন্ত মেয়েটি সংসার জীবনে আছে বেশ। ঘর সংসার, পেশাগত জীবন, সামাজিক যোগাযোগ সব মিলিয়ে শিউলি ভাল আছে । ছাত্রজীবনে যে শিউলিকে চিনতাম সেই শিউলি তেমনিই আছে। দায়িত্ব কর্তব্য সহযোগিতা সহমর্মিতা কোন কিছুর এতটুকু কমতি ওর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়নি। সে এখন আমার একজন ভাল ফেসবুক পাঠক। কর্মরত দিনে সময় না পেলেও ছুটির অবসরে আমার ফেসবুক ওয়ালে যেয়ে আমার লেখাগুলো মন দিয়ে পড়ে বস্তুনিষ্ট কমেন্ট করে। একজন নিরেট বন্ধুর মত আমার লেখার উপরে নেতিবাচক মন্তব্য করা যেন তার জন্যে বেশ কষ্টকর; তাই ইনিয়ে কতই না প্রশংসা, যদিও মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যতটা না আমি যোগ্য শিউলি তার থেকেও বেশী প্রশংসা করে আমার কোন লেখা সম্পর্কে।

ক’দিন আগে আমার একমাত্র বোনের অকাল প্রয়াণ তিথিতে আমার দেয়া এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে শিউলি অনেক বেশী আবেগ আপ্লুত হয়ে তার দুজন বড় বোনকে তো আমার নিজের আপন বোন হিসেবে গণ্য করার পূণ্য অধিকার দিয়ে দিয়েছে। এ বছরের ডিসেম্বর নাগাদ, শিউলি তার ছেলের বিয়ে করাতে দেশে আসবে, সেই বিয়ের দাওয়াত অনেক আগেই দিয়ে রেখেছে এবং প্রায়শই সেটা আমাকে রিমাইণ্ড করতে ভোলে না। আমিও সম্মত হয়েছি ওর ছেলের বিয়েতে অংশগ্রহণের; বাদবাকি আল্লাহপাকের ইচ্ছে।

আজ শিউলীর জন্মদিন। শরতের এক স্নিগ্ধ আবহাওয়ায় আজ থেকে অনেক বছর আগে এই পৃথিবীতে আগমন ঘটেছিল সফেদ সাদামনের এই মানুষটির। ওর জন্মদিনে আমার এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে ওকে জানাই একরাশ শারদীয় শুভেচ্ছা। আমাদের প্রত্যাশা ওর জীবনে এইদিন বারবার একইভাবে ফিরে আসুক।

 দুনিয়ার তাবৎ ভাল মানুষের জন্যে আমাদের অষ্টপ্রহরের প্রার্থনা পৃথিবীর সকল মানুষ সুখী হোক। তাই শিউলির জন্যে আমাদেরও তেমনই প্রত্যাশা। পরিশেষে আমার বান্ধবী শিউলির তরে কবিগুরুর শরৎ কবিতার ক’টি চরণ ধ্বনির আলোকপাত করতে চাইছি,

‘আজি কি তোমার মধুর মুরতি
 হেরিনু শারদ প্রভাতে!
 হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
 ঝলিসে অমল শোভাতে।
 পারে না বহিতে নদী জলধার,
 মাঠে মাঠে ধার ধরে নাকো আর-
 ডাকিছে দোয়েল গাহিছে কোয়েল
তোমার কানন সভাতে!

ভাল থাকিস বন্ধু শিউলি।

